বেপরোয়া অটো-জুলুম বন্ধ করবে কে, প্রশ্ন তুলল ক্ষুব্ধ যাত্রীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার বরাহনগরের ঘটনা আরও একবার সেই অভিযোগকেই সামনে এনেছে। পাশাপাশি, ইচ্ছেমতো ভাড়া চাওয়া, গন্তব্যস্থল পর্যন্ত না যাওয়ার মতো হাজারো অভিযোগও অটোচালকদের একাংশের বিরুদ্ধে আকছার ওঠে। রাস্তার যত্রতত্র যাত্রী তুলতে ইচ্ছামতো ব্রেক কষার অভিযোগ অটোচালকদের বিরুদ্ধে নতুন কিছু নয়। সোমবার এমনই এক ঘটনায় উল্টোডাঙা মোড়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন যাত্রীরা। এর পরেই এ দিন ওই এলাকায় অটোর জন্য অপেক্ষমাণ যাত্রীদের দেওয়া হল স্থানীয় কাউন্সিলরের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ও উল্টোডাঙা থানার নম্বর। তাতে বলা হয়েছে, অটো নিয়ে অভিযোগ থাকলে অভিযুক্ত অটোর নম্বর প্লেটের ছবি তুলে তাঁরা ওই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে পাঠাতে পারেন। অথবা সরাসরি থানায় ফোন করতে পারেন। সামগ্রিক এই ঘটনাপ্রবাহ দেখে যাত্রীদের প্রশ্ন, শুধু হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর বিলি করে বা চালকদের নিয়ে মাঝেমধ্যে 'লোক দেখানো' কর্মশালা করে কি অটোর জুলুমে লাগাম পরানো যাবে? যে ভাবে বেপরোয়া গতিতে অটো চালান চালকেরা, তাতে প্রায়ই বড় দুর্ঘটনা যে ঘটে না সেটাই আশ্চর্যের। পুলিশ বা অটো ইউনিয়ন সব দেখেও কী ভাবে চুপ করে থাকে?

নিত্যযাত্রীদের একটা বড় অংশের অভিযোগ, উল্টোডাঙা-সল্টলেক রুটে অটোর দৌরাত্ম্যের অন্যতম প্রধান কারণ ওই রুটে ক্রমবর্ধমান অটোর সংখ্যা। ঠিক কত অটো চলে, তার নির্দিষ্ট হিসেব নেই পুলিশ, অটো ইউনিয়ন, স্থানীয় কাউন্সিলর বা নেতাদের কাছেও। পুলিশ বলছে, সল্টলেক-উল্টোডাঙা রুটে অটো চলে তিন হাজারের মতো। উল্টোডাঙা অটোরিকশা অপারেটর্স ইউনিয়নের বক্তব্য, সেই সংখ্যা চার হাজার। আবার কাউন্সিলর ও নেতারা বলছেন, ওই রুটে অটো চলে হাজার পাঁচেক। যার সিংহভাগের উপরে কারও নিয়ন্ত্রণ নেই। যাত্রীদের আরও অভিযোগ, অধিকাংশ অটোয় ভাড়ার তালিকা থাকে না।

নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডে গিয়ে চালকদের দাঁড়ানোরও বালাই নেই। উল্টোডাঙা থেকে সেক্টর ফাইভে অফিসে অটোয় যাতায়াত করেন এক যাত্রীর বক্তব্য, ''সল্টলেক-উল্টোডাঙা রুটে ভাড়া বাড়ার কোনও সময় নেই। এক পশলা বৃষ্টি হলেই পাঁচ টাকা বেড়ে যায়।'' শুধু তাই নয়। উল্টোডাঙা-সল্টলেক রুটের অটোয় নির্দিষ্ট রুট কেন লেখা থাকবে না, সেই প্রশ্নও তুলছেন যাত্রীরা। তাঁদের বক্তব্য, কোনও অটো যাচ্ছে ওয়েবেল মোড়, কোনওটি আবার টেকনোপলিস। কিন্তু কোন অটো কোথায় যাচ্ছে, তা নির্দিষ্ট ভাবে লেখা না থাকায় বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। পুলিশও মানছে, উল্টোডাঙা মোড়ে সমস্ত অটোকে স্ট্যান্ডে দাঁড় করানো কার্যত অসম্ভব। উল্টোডাঙা ট্র্যাফিক গার্ডের ওসি তন্ময় উপাধ্যায় বলেন, ''প্রচুর মানুষ চাকরি সূত্রে সল্টলেক এবং নিউ টাউনে যাতায়াত করেন। তাঁরা নামেন বিধাননগর রোড স্টেশনেই। ফলে অটোও অনেক বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই তুলনায় অটো দাঁড়ানোর পরিকাঠামো নেই।'' তবে তিনি জানিয়েছেন, অটোর গায়ে নির্দিষ্ট রুট লেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাউন্সিলর শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু বলেন, ''সমস্যা মেটাতে সব অটোচালকদের নিয়ে আমরা আলোচনায় বসব।''

গড়িয়ায় যুব তৃণমূল নেতার উপর হামলার চেষ্টা, বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত দেহরক্ষী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ মিটিং সেরে রাতে বাড়ি ফেরার পথে চার মদ্যপ যুবক হামলার চেষ্টা করে এক যুব তৃণমূল নেতার উপর। অশ্রাব্য গালিগালাজ করা হয় অনিরুদ্ধ হালদার নামে ওই যুব তৃণমূল নেতাকে। অনিরুদ্ধ বাবু বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি। তাকে বাঁচাতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন অনিরুদ্ধ বাবুর দেহরক্ষী সঞ্জিত হালদার। তার সোনার হার ও ঘড়ি ছিনিয়ে নেয় ওই দুষ্কৃতিরা। এমনকি তার সার্ভিস রিভলভার ও ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তার অভিযুক্ত। ঘটনার সময় চেঁচামেচিতে স্থানীয় মানুষজন এগিয়ে এলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতিরা। তাদের তারা করে দুই অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন এলাকার মানুষজন। পরে সোনারপুর থানার পুলিশ এসে অভিযুক্ত দুই যুবককে গ্রেফতার করে। যুব তৃণমূল নেতা অনিরুদ্ধ বাবুর অভিযোগ বিজেপি পরিকল্পিত ভাবে এই কাজ করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাত দশটা নাগাদ নিজের গাড়ি করে বাড়ি ফিরছিলেন অনিরুদ্ধ বাবু। সাথে ছিলেন তার নিরাপত্তা রক্ষী ও গাড়ির চালক। অভিযোগ সেই সময় একটি ওলা গাড়িতে চড়ে চার যুবক মদ্যপ অবস্থায় তাদের পথ আটকে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে নেমে অশ্রাব্য গালিগালাজের পাশাপাশি ওই যুব তৃণমূল নেতাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই ঘটনায় বাঁধা দিতে যান অনিরুদ্ধ বাবুর দেহরক্ষী সঞ্জিত হালদার। অভিযোগ তখন অভিযুক্ত চার যুবক তাকে বেধড়ক মারধোর শুরু করে। ছিনিয়ে নেয় তার সোনার হার ও ঘড়ি। এমনকি তার সার্ভিস রিভলভার ও ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। চিৎকার চেঁচামেচিতে আশপাশের মানুষজন ছুটে এলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পরে তাদের পিছু ধাওয়া করে অভিযুক্ত চারজনের মধ্যে দুজনকে ধরে ফেলেন স্থানীয় মানুষজন। ধৃতদের নাম অবিনাশ সিং ও অভিষেক কুমার সিং। পলাতক দুজনের নাম সমজ সিং ও কুন্দন সিং। ধৃত দুজনকে স্থানীয় যুব তৃণমূল কর্মীরাই আটকে রাখলে রাতেই সোনারপুর থানার পুলিশ এসে তাদের গ্রেফতার করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। অন্যদিকে ঘটনায় আক্রান্ত নিরাপত্তা রক্ষী ও পুলিশকর্মীকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও এই ঘটনায় বিজেপির দিকে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ওই নেতা অভিযোগ তুললেও তা অস্বীকার করেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। এ বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা (পূর্ব) কার্যকরি সভাপতি ত্রিদিব মণ্ডল বলেন, এই ঘটনায় বিজেপির কেউ জড়িত নয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক।

রাষ্ট্রশক্তি তার পিছনে উঠেপড়ে লেগেছে, অভিযোগ ভারতীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ স্বামীকে গ্রেফতারের পরেই তোপ দাগলেন প্রাক্তন আইপিএস ভারতী ঘোষ। ভারতীর অভিযোগ, রাষ্ট্রশক্তি তার পিছনে উঠে পড়ে লেগেছে। মিথ্যা মামলায় একজন নিরীহ চার্টার্ড গ্রেফতার করা হয়েছে। নিজের স্বামী এমএভি রাজুর গ্রেফতারি প্রসঙ্গে এমনই অডিও বার্তা দিলেন প্রাক্তন আইপিএস ভারতী ঘোষ।

ভারতী ঘোষ জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তিনি সিআইডিকে ১০ বছরের সম্পত্তির হিসেব দিয়েছিলেন বলেও দাবি করেছেন ভারতী ঘোষ। মিথ্যা মামলায় এই গ্রেফতার বলেও দাবি করেছেন তিনি। কয়েকশো মাওবাদী তার হাতে আত্মসমর্পণ করেছে দাবি করে ভারতী ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন, যদি তিনি তোলাবাজ হতেন, তাহলে কি মাওবাদীরা তার হাতে আত্মসমর্পণ করত? দাসপুর থানায় করা মামলাটি মিথ্যা বলে দাবি করেছেন ভারতী ঘোষ। তাঁর দাবি, সত্যিটা একদিন সামনে আসবে। একইসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, এক্ষেত্রে যিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন, তিনি ধর্ষণ মামলার আসামী। তাকে সর্বক্ষণের পাহারায় রাখা হয়েছে, যাতে সবার সামনে না যেতে পারেন। দাসপুর থানায় প্রতারণার মামলা দায়ের করেছিলেন এক ব্যবসায়ী। পুলিশের দাবি, সেই প্রতারণা মামলায় বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে অনেক বার ভবানীভবনে ডেকে পাঠানো হয়েছিল ভারতী ঘোষের স্বামী এমএভি রাজুকে। কিন্তু বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে আদালতের নির্দেশকে সামনে রেখে বারবার সেই হাজিরা এড়িয়ে যাচ্ছিলেন এমএভি রাজু। অভিযোগ, সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেননি রাজু। মঙ্গলবার শুনানির সময় হাইকোর্টের বিচারপতি আগাম জামিনের আর্জি খারিজ করে দেন। এর পরেই আদালত চত্বর থেকেই এমএভি রাজুকে গ্রেফতার করে সিআইডি। নোটবন্দির সময় বেআইনি ভাবে সোনা কেনাবেচা এবং ভয় দেখিয়ে প্রতারণা সংক্রান্ত মামলা দাসপুর থানায় দায়ের করা হয়েছিল। মামলাটি দীর্ঘদিন আদালতে বিচারাধীন ছিল। এর আগে ভারতী ঘোষ এবং তাঁর স্বামীকে বাদ দিয়ে বাকি অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছিল সিআইডি। এই মামলায় এখনও ফেরার রয়েছেন ভারতী ঘোষ ও তাঁর দেহরক্ষী। তবে আদালতের ওপর তাঁর ভরসা আছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কাজ করতে গিয়ে পেটে রড ঢুকে জখম এক শ্রমিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর, ৮ আগস্ট ঃ গৃহস্থের বাড়িতে দোতলার ছাদে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়ে যান এক রাজমিস্ত্রী শ্রমিক। ছাদ থেকে নীচে গিয়ে পড়েন রডের উপর। ঘটনায় তার পেটে তিনটি রড ঢুকে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উদয় সর্দার নামে ওই ব্যক্তিকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুর থানার হারাল এলাকায়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার দক্ষিণ নারায়ণতলার বাসিন্দা উদয় সর্দার নামে ওই ব্যক্তি পেশায় রাজমিস্ত্রীর শ্রমিক। অন্যান্য দিনের মত বুধবার সকালে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে বারুইপুর থানার অন্তর্গত হারাল এলাকায় একটি নির্মীয়মাণ বাড়িতে কাজ করতে এসেছিলেন। সেখানে দোতলার ছাদে কাজ করার সময় আচমকা উপর দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের তাঁর উদয়বাবুর শরীরের সংস্পর্শে আসতেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে নীচে পড়ে যান তিনি। সেইসময় নীচে থাকা রড পেটের ডান দিকে ঢুকে যায় তার। সাথে সাথে অন্যান্য শ্রমিকরা তাকে উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন চিকিৎসার জন্য। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ওই ব্যক্তিকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়।

জৈব মলের পণ্যকে বিপনন করতে রাজারহাটে সুফল বাংলা মল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার জৈব চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত পন্যকে খোলা বাজারে বিপনন করতে রাজারহাটে একটি সুফল বাংলা মল তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এজন্যে কৃষি বিপনন দপ্তরকে হিডকোর সদর দপ্তর লাগোয়া ১৫ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। এই মল গড়তে খরচ হবে ১৬ কোটি টাকা। মল চালু করার আগে বাজারে নিজেদের পরিচিতি গড়তে নিউ কলকাতা ডেভলপমেন্ট অথরিটি জৈব কৃষি পন্য বিপননের জন্যে সুফল বাংলা স্টল গাতে কৃষি বিপনন দপ্তরকে সহায়তা করবে। চলতি মাসেই সেখানে এই স্টলের উদ্বোধন হওয়ার কথা। উল্লেখ্য কৃষি দপ্তর ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের পরম্পরা কৃষি বিকাশ যোজনাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের ১৩ টি জেলায় ১২০ টি ক্লাস্টার তৈরি করে জৈব পদ্ধতিতে চাষ শুরু করেছে।

বাবা তারকভোলা মন্দিরের ৫০ বর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগষ্টঃ ২২ শে শ্রাবণ ১৩৭৫ সাল, ইংরাজির ১৯৬৮, এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে বড় বড় পুরোহিতরা এসে হোম-যজ্ঞ করেন। তা আজও একই ভাবে হয়ে থাকে। এদিনেও তা হচ্ছে। ফল প্রসাদ ভোগ বিতরণ করা হয় অগণিত সাধারণ ভক্তদের মধ্যে। যাঁদের কেউ কেউ বাবার আর্শীবাদ পেয়ে ধন্য হয়েছেন বা তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। আবার সেই মানুষের ভীড়ে

এমনও ছিল, যাদের মনের আশা পূর্ণ না হলেও,বা তাদের সেই সুপ্ত আশা নিয়ে মন্দিরে এসে বাবার আর্শীবাদে ধন্য হয়েছেন। বাবা কাউকেই নিরাশ করতেন না। সকলেরই মনের আশা পূরণের সুযোগ তিনি দিতেন। মন্দিরের দ্বার সকলের জন্যই খোলা থাকত দিন ভোর। যা আজও রয়েছে। বিভিন্ন জেলার সাধারণ মানুষ বাবার আর্শীবাদে ধন্য হয়ে বা মনস্কামনা পূর্ণ করে বাড়ী ফিরতেন। আজও তাই হয়। আজ বাবা বাসুদেব নেই, অথচ মন্দিরের মেন গেট দিয়ে ঢুকলেই যেন তাঁর কথা সবার আগে মনে পড়ে। চোখের সামনে ভাসে তাঁর সেই পদচারণ। সেই বাক্যালাপ,সেই নির্মল চাউনি। বাবা সকলের, মায়ের ও মাতা অন্নপূর্ণার আর্শীবাদ সকলকে দিতে আজও আগের মতো যেন প্রকট। সাধারণ মানুষ সেই আগের বিশ্বাস নিয়েই আজও মন্দিরে আসেন। বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান ওই এক বেল পাতাতেই হয়ে যায়। এই দিনটা কেউ-ই ভুলে যান না। বাবাকে তাঁর মাকে ও মাতা অন্নপূর্ণাকে স্মরণ করে এই মন্দিরের চৌকাঠে বা মূখ্য দ্বারে হোত্তে দিয়ে পড়ে থাকেন। এই শ্রাবণ মাসেরই প্রতিটা সোমবার প্রতিটা মানুষের কাছে, বিশেষ করে যাঁরা মনের আশা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে এখানে আসেন, অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকেন বাবার বেলপাতা ও পরামর্শ নিতে। এখন বাবা নেই, তবে বেল পাতা প্রদান বন্ধ নেই। জানা গেল, আজও মানুষ বাবার আর্শীবাদ পেতে শ্রাবণের অঝোর ধারাকে উপেক্ষা করে ঘন্টার পর ঘন্টা মন্দিরের দ্বারে বসে থাকেন। ৫০ বর্ষ পুর্তি উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে বিশেষ এক সঙ্গিতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। যেখানে সঙ্গিত পরিবেশন করেন শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বরাহনগরে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বরাহনগর, ৮ আগস্ট ঃ অটো থেকে ছিটকে পরে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করল রাজ্য পরিবহন দফতর। বরাহনগর পৌরসভার ১৭ নং ওয়ার্ড-এর কাউন্সিলর অঞ্জন পাল বুধবার এই কথা জানান। বেপরোয়া ভাবে অটো চলার জেরে মায়ের কোল থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ে মৃত্যু হয় দেড় বছরের রাজদীপ সর্দারের । স্থানীয়দের অভিযোগ, ঘিঞ্জি রাস্তায় একাধিকবার বলার পরেও অটোর গতিতে কোনও রাশ ছিল না। অটো চালককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । মঙ্গলবার বরাহনগরের এ কে মুখার্জি রোডে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ বাজার করে টবিনরোড-নোয়াপাড়া রুটের অটোতে উঠেছিলেন রিঙ্কি সর্দার। সঙ্গে ছিল তাঁর দেড় বছরের সন্তান রাজদীপ। কিছুক্ষণ পর এ কে মুখার্জি রোডের মুখে বাঁক নিতে গিয়ে একটি স্ল্যাবের মধ্যে উঠে যায় অটোর চাকা। মায়ের সামনে দাঁড়ানো রাজদীপ ছিটকে রাস্তায় পড়ে। অভিযোগ, শিশুটিকে ফেলেই পালিয়ে যান অটো চালক। অন্য একটি অটোতে বরাহনগর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় রাজদীপকে। সেখানেই মৃত্যু হয় শিশুটির।

হাওড়ায় ডেঙ্গু আক্রান্তে মৃত যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৮ আগস্ট ঃ গত বছর মহামারীর আকার ধারণ করেছিল ডেঙ্গু। মৃত্যু হয়েছিল বহু মানুষের। আর এই বছর বর্ষার শুরুতে ডেঙ্গুর কারণে মৃত্যুর কোনও খবর ছিল না। কিন্তু এই ভরা বর্ষায় ডেঙ্গুর প্রকোপে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম সুমিত চৌরারিয়া। হাওড়ার রাজবল্লভ সাহা লেনের বাসিন্দা তিনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি সম্প্রতি দেওঘরের বাবাধামে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনদিনের জ্বর ও রক্তবমি উপসর্গ নিয়ে প্রথমে ভর্তি হন সালকিয়ার একটি নার্সিংহোমে। পরে সেখান থেকে কলকাতায় আলিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁকে স্থান্তারিত করা হয়। সেখানেই সোমবার রাতে তিনি মারা যান। তবে ডেঙ্গুতেই মৃত্যু কিনা তা সরকারিভাবে এখনও জানা যায়নি। সিএমওএইচ জানিয়েছেন এখনও সরকারি রিপোর্ট জানা যায়নি। পরিবারের দাবি ডেঙ্গু শক সিন্ড্রোমের কারণে সুমিতবাবুর মৃত্যু হয়েছে।

এটিএম কেলেঙ্কারির ছোঁয়া এবার বালিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ দেশ জোড়া এটিএম কেলেঙ্কারির ছোঁয়া এবার বালিতে। বালির একটি এটিএম এ টাকা তুলতে গিয়ে টাকার টাকার বদলে ব্রাউন পেপার পেলেন এক বাসিন্দা। গতকাল রাতে তিনি ৬০০০ টাকা তোলার জন্য এটিএম এ কার্ড সোয়াইপ করলে টাকা বেরোতে তিনি দেখতে পারেন যে তিনটি ২০০০ টাকার নোট বের হয়। কিন্তু সে তিনটে ২০০০ টাকার নোটের মধ্যে একটি নোট আকারে ব্রাউন পেপার। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান এবং আশে পাশে থাকা সমস্ত মানুষও ঘটনাটা দেখে অবাক হয়ে যায়। সেই রাতেই তিনি থানায় যান। আজ যাচ্ছেন ব্যাংকে।

হাওড়ায় বাড়ি চাপা পড়ে ব্যক্তির মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৮ আগস্ট ঃ বুধবার সকালে হাওড়ার বালি থানা এলাকার কৈলাশ মিস্ত্রী লেনে বাড়ি ভাঙতে গিয়ে বাড়ি চাপা পড়ে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মৃতের নাম কুরবান। জানা গিয়েছে, দিন দুয়েক ধরে যে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে তার পরেও বাড়িটি ভাঙা হচ্ছিল। এদিনও সকাল বেলায় বাড়ি ভাঙার সময়ে বাড়িটির একটি দেওয়াল তার উপরে ভেঙে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত শ্রমিককে উদ্ধার করে জয়সওয়াল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

নদী থেকে বালি- পাথর তুলতে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ চলতি বর্ষার মরসুমে কোন ভাবেই রাজ্যের কোন নদী থেকে বালি, পাথর তোলা যাবে না বলে জানিয়ে রাজ্য সরকার নির্দেশিকা জারি করেছে। এই সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলার জন্যে ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গ সহ দক্ষিনবঙ্গের সব জেলাশাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জারি করা এই নির্দেশিকায় বর্ষার কারন দেখানো হলেও রাজ্যের বিভিন্ন নদী থেকে যেভাবে অবৈধ ভাবে বালি- পাথর তোলা হয় তা বন্ধ করতেই সরকারের এই নির্দেশিকা বলে মনে করা হচ্ছে। কোন ব্যাক্তি এই নির্দেশিকা অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা নির্দেশিকায় উল্লেখ রয়েছে। অন্যদিকে, সরকারি এই নির্দেশিকার জেরে রাজ্যের বেশ কিছু সরকারি প্রকল্পে কাজের গতি হ্রাস পাবে বলে প্রশাসনের একাংশ মনে করছে। নদীর মাঝে থাকা বিভিন্ন সেতুর থামের গোড়া থেকে বালি, পাথর তুলে নেওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় সেতু দুর্বল হয়ে বিপদজনক অবস্থা তৈরি হচ্ছে বলে পূর্ত দপ্তরের কাছে অভিযোগ জমা পড়ার পরেই সরকার স্থায়ী ভাবে এই সিদ্ধান্ত নিল বলে অনেক ব্যবসায়ী মনে করছে।

হিন্দু হস্টেল নিয়ে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের টালবাহানায় হস্তক্ষেপ সরকারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ ইডেন হিন্দু হস্টেল নিয়ে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের টালবাহানায় হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হল কার্যত রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার হিন্দু হস্টেলের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়াকে ফোন করেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, এদিন উপাচার্যকে ফোন করে হিন্দু হস্টেলের পুরো বিষয়টিকে মানবিকভাবে দেখতে বলেছেন শিক্ষামন্ত্রী। পার্থ চট্টোপাধ্যায় উপাচার্যকে বলেন, হিন্দু হস্টেল আমাদের গর্ব, সরকারের গর্ব, ছাত্র ছাত্রীদের গর্ব। তাই এ বিষয়ে কোনও টালবাহানা চলবে না। দ্রুত এই হস্টেলের সংস্কারের কাজ শেষ করতে হবে। কেন সংস্কারের কাজে এত দেরি হচ্ছে তা শিক্ষামন্ত্রীকে জানিয়েছেন অনুরাধা লোহিয়া। গত শুক্রবার দুপুর থেকে হিন্দু হস্টেল ফেরত দেওয়ার দাবি নিয়ে অবস্থান বিক্ষোভে বসেন প্রেসিডেন্সির পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার পাঁচদিনে পা দিল পড়ুয়াদের বিক্ষোভ। একদিকে নিজেদের দাবিতে অনড় পড়ুয়ারা, অন্যদিকে পড়ুয়াদের দাবি মানতে নারাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সোমবার পড়ুয়াদের সামনে হাতজোড় করে বিক্ষোভ কর্মসূচি তুলে নেওয়ার অনুরোধ করে উপাচার্য অনুরাধা লোহিয়া। হিন্দু হস্টেল মেরামতের জন্য আরও কয়েক মাস সময় চান তিনি। তাঁর বক্তব্য, পিডব্লুডি হস্টেলকে বাসযোগ্যের ছাড়পত্র দিলেই তা পড়ুয়াদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। তার আগে পর্যন্ত হস্টেল ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন উপাচার্য। কিন্তু, উপাচার্যের কথা শুনতে নারাজ আন্দোলনকারী পড়ুয়ারা। তাঁদের দাবি, বর্তমানে হিন্দু হস্টেলের প্রায় ৬০ জন পড়ুয়া রাজারহাট নিউটাউনের ক্যাম্পাসে থাকছেন। সেখান থেকে নিত্যদিন তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। নানা সমস্যার মুখে পড়তে হয়। হিন্দু হস্টেলে এখনও পর্যন্ত যতটা সংস্কার করা হয়েছে তা ১০০ জন পড়ুয়া থাকার উপযোগী। তাই অবিলম্বে পড়ুয়াদের হিন্দু হস্টেল ফিরিয়ে দিতে হবে। সোমবারই রাজারহাট নিউটাউনের হস্টেল থেকে বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে এসে উপস্থিত হন পড়ুয়ারা। বিশ্ববিদ্যালয়ের দোতলার দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় জামাকাপড়। স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য কমিটির সদস্য শুভজিত সরকার বলেন, ''আমরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে প্রতীকী হস্টেল হিসাবে ব্যবহার করছি। দাবি না মেনে নেওয়া পর্যন্ত এভাবেই আমাদের বিক্ষোভ চলবে।''

টিডিএ ও মন্দির কর্তৃপক্ষের সংঘাতে থমকে দুধপুকুরের দূষণ নিয়ন্ত্রণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলী, ৮ আগস্ট ঃ দুধ পুকুরের অপরিস্কার জল নিয়ে বহুবার অভিযোগ উঠেছে। বাম আমলে ওই পুকুরের জলকে দূষণমুক্ত রাখতে পিএইচই (পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ারিং) একটি প্রকল্প তৈরি করে। তাতে মূর্তির উপর ঢালা জল সরাসরি পুকুরে যেত না। ওই প্রকল্পের মাধ্যমে জলকে পরিস্রুত করে ফেলা হত পুকুরে। কিন্তু যন্ত্রের সমস্যার জন্য সেই প্রকল্প বন্ধ রয়েছে বেশ কয়েক বছর ধরে। পরিকল্পনা ছিল, পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরের ধাঁচে তারকেশ্বরের দুধপুকুরের দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রকল্প তৈরি করবে তারকেশ্বর উন্নয়ন পর্ষদ (টিডিএ)। এই বিষয়ে মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাও হয়। কিন্তু প্রকল্পের কাজে হাত দিতে গিয়েই ধাক্কা খেল টিডিএ। কারণ মন্দিরের মোহন্ত মহারাজ সুরেশ্বর আশ্রম সাফ জানিয়েছেন, এই প্রকল্পে তাঁর অনুমোদন নেই। মোহন্ত মহারাজের কথায়, ''ওঁরা আলোচনা করেছেন, ঠিক আছে। কিন্তু দুধপুকুরের ভালমন্দের বিষয়টি মন্দির কর্তৃপক্ষ ফের খতিয়ে দেখবে। অথচ ওঁরা কারও সঙ্গে আলোচনা না করেই প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে দিলেন। এটা ঠিক নয়।'' টিডিএ গঠনের পর ফের শুরু হয় দুধপুকুর সংস্কারের পরিকল্পনা। টিডিএ-র এক কর্তা জানান, পরিকল্পনা ছিল স্বর্ণমন্দিরের ধাঁচে ওই পুকুরেই বসানো হবে একটি যন্ত্র। সেটাই অহরহ পরিস্রুত করবে জল। এমনকী এই নিয়ে তারকেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর সবুজ সঙ্কেত মেলে বলেও দাবি ওই কর্তার। কিন্তু তারপর মহন্ত মহারাজ এই বিষয়ে নারাজ হওয়ায় এই প্রকল্প গিয়েছে থমকে।

২০১৭ সালে তারকেশ্বরে প্রশাসনিক বৈঠকে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টিডিএর কথা ঘোষণা করেন। তারকেশ্বর ডেভলপমেন্ট অথরিটির জন্য পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। রাজ্যের পূর্ত মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে মাথায় রেখে প্রশাসনিক স্তরে কমিটি তৈরি হয়। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে বারবারই মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে টিডিএ-র সমন্বয়ে ফাঁক থেকে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, ''কোথাও একটা সমন্বয়ের সমস্যা হচ্ছে। মন্দির কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা মেটানো হবে।''

এটিএমে স্কিমিং ডিভাইস লাগাতে গিয়ে ধৃত যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ কলকাতায় ফের এটিএম জালিয়াতি চক্রের হদিশ। এটিএম-এ স্কিমিং ডিভাইস লাগাতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক যুবক। পলাতক ২। মঙ্গলবার রাত ৮টা ২০ মিনিট নাগাদ ভবানীপুর থানা এলাকার এলগিন রোডের একটি বেসরকারি ব্যাংকের এটিএম-এ ঘটনাটি ঘটেছে। ধৃত যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ব্যাটারি, ক্যামেরা সহ বেশ কিছু সরঞ্জাম।

জানা গিয়েছে, ধৃত যুবক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। এটিএম-জালিয়াতির একের পর এক অভিযোগে নড়চড়ে বসেছে পুলিশ এবং রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছে দুই রোমানিয়। গড়িয়াহাটের কানাড়া ব্যাঙ্ক শাখার তিনশো এটিএম কার্ড ব্লক করেছে কর্তৃপক্ষ। প্রতিটি কার্ডই স্কিমিং হয়েছে বলে আশঙ্কা কর্তৃপক্ষের। নিরাপত্তার খাতিরে ব্যাঙ্কের সামনে দুই অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী নজরদারি চালাবেন। তাঁর দফতরে ব্যাঙ্ক এবং পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ক্রেতা সুরক্ষা সাধন পাণ্ডে। বৈঠকে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। মঙ্গলবার রাতে এলগিন রোডের একটি এটিএমে এই ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে আটটা নাগাদ তিন দুষ্কৃতী হাজির হয় এটিএমের সামনে। বৃষ্টির কারণে ওই এটিএমের নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন এটিএমের পিছনে। পরে তিন দুষ্কৃতীর মধ্যে এক যুবক এটিএমের ভিতরে প্রবেশ করে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে দুই দুষ্কৃতী। সূত্রের খবর, এই সময়েই অসাধু চক্রের উপস্থিতি টের পান নিরাপত্তারক্ষী। তিনি ধরেও ফেলেন এটিএমের ভেতরে থাকা ওই দুষ্কৃতীকে। এর পর তাকে গ্রেফতার করে ভবানীপুর থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, ধৃত যুবক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে কি-প্যাড, ক্যামেরা, স্ক্রু-ড্রাইভার এবং ক্লিনিং মেশিন। বুধবার ওই যুবককে আলিপুর আদালতে তোলা হবে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ। বাকি দু'জনের খোঁজে চলছে তল্লাশি।

মাদ্রাসা শিক্ষকের মৃত্যুতে ফের ময়নাতদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন রাতের দিকে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যান উত্তর দিনাজপুরের মাদ্রাসার শিক্ষক রাজ কুমার রায়। পরের দিন সকাল বেলায় তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয় রেল লাইনের ধার থেকে। তাঁর মৃত্যুর সিবিআই তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে মামলা করে তাঁর পরিবার। সেই মামলার শুনানিতে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। মৃত্যুর আগে রাজকুমার রায়ের শরীরে কিভাবে সাতটি আঘাতের চিহ্ন ছিল, জানতে চেয়েছেন বিচারপতি। বুধবার মামলার শুনানিতে হাইকোর্ট বলে রাজকুমার রায়ের ময়নাতদন্তের রিপোর্টে অসঙ্গতি রয়েছে। ফের ময়নাতদন্তের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তালিকা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে জেলা হাসপাতাল নয়, হাইকোর্ট জানিয়েছে কলকাতার কোন বড় চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শ করে তাঁর তালিকা জমা দিতে হবে। মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য ও আইনজীবী উদয় শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় আদালতে দাবি করেন যে দুজন চিকিৎসক রাজকুমার রায়ের ময়নাতদন্ত করেছেন, তাঁদের মধ্যেই একজন চুক্তি ভিত্তিক চিকিৎসক হিসেবে কাজ করছেন। তাদের আরও অভিযোগ, এই ধরনের চিকিৎসকে দিয়ে কিভাবে ময়নাতদন্ত করানো হল? রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত এই অভিযোগের বিরোধিতা করে বলেন চুক্তি ভিত্তিক হলেও তিনি একজন চিকিৎসক। এরপর বিচারপতি রাজ্যকে নির্দেশ দেন ময়নাতদন্তের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তালিকা তৈরির নির্দেশ দেন বিচারপতি। তাঁদের দিয়েই নতুন করে ময়নাতদন্ত করানোরও নির্দেশ দেয় আদালত।

এনআরসি নিয়ে সরব বিজেপি সাংসদ সুব্রাহ্মানিয়াম স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৮ আগস্ট ঃ অসমের এনআরসি নিয়ে এবার সরব হলেন বিজেপি সাংসদ সুব্রাহ্মানিয়াম স্বামী। টুইট করে বলেছেন, ভারতের বাংলাদেশকে সাফ বলা উচিত যে ভারতে থাকা অবৈধ বাংলাদেশিদের তোমরা ফিরিয়ে নাও নতুবা ১৯৪৭ এর সময় ভারতে থাকতে অস্বীকার করা মুসলিমদের জন্য ভারত যে জমি বাংলাদেশকে প্রদান করেছিল তা ফিরিয়ে দাও। এনআরসি নিয়ে রাজনীতির বিতর্ক তুঙ্গে। এনআরসি-র খসরা বেরোনোর পর অবৈধ বাংলাদেশিদের নিয়ে বাংলাদেশ অস্বস্তিকর প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। তাতে রাজনীতি আরও জেগে উঠেছে। বাংলাদেশ জানিয়েছে যে ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী মানুষ বাংলাদেশের নয়। বাংলাদেশের দাবি, তাদের দেশের আর্থিক অবস্থা ভালো তাই ভারতে কেউ বসবাস করতে পারে না। এটা ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার তাই এখানে আমরা নাক গলাবো না। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিরোধীরা মোদী সরকারের সমালোচনায় নেমে পড়েছে। জাতীয় নাগরিকপঞ্জির খসরা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে থেকে বাদ গিয়েছে প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের নাম। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং এই কাজ কে সমর্থন করেছেন। অরুন জেটলি যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, অসমে যে হারে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়ছে, সেই হার হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাপিয়ে গিয়েছে। স্বামী বুঝিয়ে দেন যে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করে কট্টরপন্থী মুসলিমরা আলাদা আলাদা ভাবে ভারতকে টুকরো করে জমি নিয়েছিল। এখন যদি তারাই আবার ভারতে ঢোকার চেষ্টা করে তাহলে আমরা সেই দেশের কিছু জমি দখল করে নেব যাতে অবৈধ বিদেশিদের থাকতে দিতে পারি।

টুইটের ভিত্তিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বামী বলেন, আসলে ইংরেজরা হিন্দু শাসিত ভারত ও মুসলিম শাসিত পাকিস্থান করে ভারতকে ভেঙেছিল। কিন্তু কংগ্রেস সেটা অস্বীকার করে বলে যে না আমরা হিন্দু শাসিত করবো না, আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ তৈরি করবো। এখন অবৈধভাবে পাকিস্থানিরা ও বাংলাদেশিরা ভারতে ঢুকতে চাইছে, তাহলে দেশভাগ কি জন্য করা হয়েছিল? এখন যদি অবৈধ বাংলাদেশিরা ভারতে থাকতে চাই তাহলে আমরা মুসলিমদের থাকার জন্য যে জমি দিয়েছিলাম সেটার কিছু অংশ কেড়ে নেওয়া হবে। স্বামী বলেন, আপনাদের জানিয়ে রাখি, দেশের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যে অবৈধ বাংলাদেশি মুসলিমরা ও রোহিঙ্গারা আস্তানা গেড়ে দেশের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে। অন্যদিকে কংগ্রেস ও বামপন্থীরা ৬০ বছর ধরে নিজের ভোটব্যাঙ্কের জন্য এদেরকে ভোট দেওয়ার অধিকার প্রদান করে।